

| | |
|--------------|---|
| ২৩: ৯৭-৯৮ | রাব্বি আ'উযুবিকা মিন হামাবা-তিশ্বাইয়া-তীন। ওয়া আ'উযুবিকা রাব্বি আই ইয়াহুদুন্ন। |
| ১:১ | বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম |
| ৫৫:৩৩ | হে জিন্ ও মনুষ্য সম্প্রদায়! |
| ৩:১৯৩ | ‘তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনায়ন কর।’ |
| ২:১৪৯ | মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। |
| ২৮:৩২ | ‘তোমাদের হাত তোমাদের বগলে রাখ, |
| ২৩: ৯৭-৯৮ | ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের পরোচনা হইতে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট উহাদিগের উপস্থিতি হইতে।’ |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ॥ |
| ২৭: ৯১-৯২ | আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর প্রভূর ‘ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁহারই। আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হই। এবং আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি, কুরআন আবৃত্তি করিতে; |
| ২৮:৫৩ | ‘আমরা ইহাতে ঈমান আনি, ইহা আমাদের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম; |
| ২:১৩১ | ‘জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।’ |
| ৩:৮৪ | ‘আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।’ |
| ২:১২৭ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।’ |
| ৬:৭৯ | ‘আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।’ |
| ৬৮:২৯ | ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।’ |
| ১: ১-৭ | দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ‘ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ॥ |
| ২:১ | আলিফ-লাম-মীম, |
| ৭:১ | আলিফ, লাম, মীম, সাদ। |
| ১০:১ | আলিফ-লাম-রা। |

| | |
|----------|---|
| ১৩:১ | আলিফ-লাম-মীম-রা, |
| ১৯:১ | কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ; |
| ২০:১ | তা-হা, |
| ২৬:১ | তা-সীন-মীম। |
| ২৭:১ | তা-সীন; |
| ৩৬:১ | ইয়া-সীন, |
| ৩৮:১ | সোয়াদ, |
| ৪০:১ | হা-মীম। |
| ৪২:২ | ‘আইন-সীন-কাফ। |
| ৫০:১ | কাফ, |
| ৬৮:১ | নূন |
| ১০:১ | এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। |
| ২৮:৫৩ | ‘আমরা ইহাতে ঈমান আনি, ইহা আমাদের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম; |
| ২:১৩১ | ‘জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।’ |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ॥ |
| ৫৯:২২-২৪ | তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। |
| ২:২৫৫ | আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরজীব, স্বাধিষ্ঠ-বিশ্বধাতা। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। |
| ১১২:১-৪ | ‘তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়, ‘আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী; ‘তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই, ‘এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।’ |
| ৫৭:৩ | তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। |
| ৪৩:৮৪ | তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। |
| ৪৫:৩৬-৩৭ | প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, জগৎসমূহের প্রতিপালক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। |
| ২৩:১১৬ | মহিমান্বিত আল্লাহ্; যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সম্মানিত আর্শের তিনিই অধিপতি। |
| ৬:১০৩ | তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। |

| | |
|----------------|---|
| ৪২:১১ | কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, |
| ৪২:১০ | ইনিই আল্লাহ্- আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর করি তাঁহারই উপর এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী। |
| ২৪:১৬ | আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। |
| ১৬:৭৫ | প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য; |
| ৩৭:৩৫ | ‘আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই।’ |
| ৯:৭২ | আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। |
| ৫৫:৭৮ | যিনি মহিমময় ও মহানুভব! |
| ১: ১-৭ | দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে |
| | সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই, |
| | যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, |
| | কর্মফল দিবসের মালিক। |
| | আমরা শুধু তোমারই ‘ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, |
| | আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর, |
| | তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। |
| | |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥ |
| ৩: ১৯১-১৯৪ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর; |
| | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করিলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই; |
| | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করিতে শুনিয়াছি, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর।’ সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করিয়াছি। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদিগকে তোমার সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করিয়া মৃত্যু দিও। |
| | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে হেয় করিও না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।’ |
| ২৭:৫৯ | ‘প্রশংসা আল্লাহ্রই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত বান্দাদিগের প্রতি!’ |
| ৩৭: ১৮১-১৮২ | শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলদিগের প্রতি! |
| | আর প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য। |
| ৭:৪৭ | ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদের সঙ্গী করিও না।’ |
| ১৭:৮১ | ‘সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে;’ মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই। |
| | |
| ৭:২৩ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।’ |
| ৩:১৬ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে আগুনের ‘আযাব হইতে রক্ষা কর;’ |
| ৪:২৩ | নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। |

| | |
|------------|--|
| ৬০: | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই অভিযুক্ত হইয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।’ |
| ৪-৫ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ |
| ৩:১৪৭ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পাপ সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।’ |
| ২:২৫০ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দৈর্ঘ্য দান কর, আমাদের পাপ অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান কর।’ |
| ১৮:১০ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।’ |
| ২:২০১ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর’ |
| ১৪:৪১ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু’মিনগণকে ক্ষমা করিও।’ |
| ১৭:২৪ | ‘হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।’ |
| ৫৯:১০ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু’মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ালু, পরম দয়ালু।’ |
| ৫: | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।’ |
| ৮৩-৮৪ | ‘আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকিতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি, ‘আল্লাহ্ আমাদের সংকল্পপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন?’ |
| ৩: ৭-৯ | ‘আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত’; এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদেরকে করুণা দাও, তুমিই মহাদাতা। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করেন না।’ |
| ৬: ১৬২-১৬৩ | ‘আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে।’ ‘তাহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।’ |
| ২:১৩৮ | আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহ্র রং, রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাহারই ইবাদতকারী। |
| ১: ১-৭ | দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, |

| | |
|----------|---|
| | তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্ নামে ॥ |
| ৯:৭৫ | ‘আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে নিশ্চয়ই আমরা সাদাকা দিব এবং আমরা অবশ্যই সংকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।’ |
| ২:১২৬ | ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইহাকে নিরাপদ শহর করিও, আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাহাদিগকে ফলমূল হইতে জীবিকা প্রদান করিও।’ |
| ১৪:৩৭ | অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদির দ্বারা উহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করিও, যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। |
| ৩:২৬-২৭ | ‘হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ‘তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাই, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাই। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।’ |
| ৬২:১১ | ‘আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিষকদাতা। |
| ২:২৬৭ | নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। |
| ২:২৬৮ | আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। |
| ২৫:৭৪ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা হইবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদিগকে কর মুতাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। |
| ৮৫:১৪ | এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, |
| ৪০:৭-৯ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।’ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সংকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ‘এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তো অনুগ্রহই করিবে; ইহাই তো মহাসাফল্য! |
| ২:১৫৬ | ‘আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ |
| ৪১:৩০ | ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,’ |
| ২৮:১৬ | ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।’ |
| ৪:১৬ | নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। |
| ৩৮:৪১ | ‘হে আমার প্রতিপালক! ‘শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে,’ |
| ২১:৮৩ | ‘হে আমার প্রতিপালক! ‘আমি দুঃখ-কষ্টে পড়িয়াছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ |
| ২০:২৫-২৮ | ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও। ‘এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও। ‘আমার জিহবা জড়তা দূর করিয়া দাও; ‘যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। |
| ২০:১১৪ | ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের পূর্ণতা দান কর।’ |

| | |
|---------------|---|
| ৪:১৭৬ | আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। |
| ২৬: ৭৮-৮৯ | ‘যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। |
| | ‘তিনিই আমাকে দান করেন আহাৰ্য ও পানীয়। |
| | ‘এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন ; |
| | ‘এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন। |
| | ‘এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন। |
| | ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সংকর্মপরায়ণদের শামিল কর। |
| | ‘আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর, |
| | ‘এবং আমাকে সুখময় জাহ্নামের অধিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত কর, |
| | ‘আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন। |
| | ‘এবং আমাকে লাঞ্চিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে |
| ২৭:১৯ | ‘যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না; |
| | ‘সেদিন উপকৃত হইবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া।’ |
| ২৭:১৯ | ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সংকার্য করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর।’ |
| ৪৬:১৫ | আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সংকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিযুক্ত হইলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত। |
| ২৭:৪০ | ‘ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।’ |
| ২: ২৮৫-২৮৬ | ‘আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না’, ‘আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট’। |
| | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত কর’। |
| ৬৬:৮ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’ |
| ১: ১-৭ | দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে |
| | সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই, |
| | যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, |
| | কর্মফল দিবসের মালিক। |
| | আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, |
| | আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, |

| | |
|----------|---|
| | তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। |
| ১৯:৪৮ | আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া আমি ব্যর্থকাম হইব না।’ |
| ১৪:৪০ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। |
| ৩:৩৮ | নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।’ |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥ |
| ১১৩: ১-৫ | ‘আমি শরণ লইতেছি উম্মার স্রষ্টার ‘তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন ‘তাহার অনিষ্ট হইতে, ‘অনিষ্ট হইতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন উহা গভীর হয় ‘এবং অনিষ্ট হইতে সমস্ত নারীদের, যাহারা গ্রস্থিতে ফুৎকার দেয় ‘এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।’ |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥ |
| ১১৪: ১-৬ | ‘আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের, ‘মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার ‘অনিষ্ট হইতে, ‘যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, ‘জিন্নের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে।’ |
| ১৭:৮১ | ‘সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে;’ মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই। |
| ১৮:৩৯ | ‘আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন তাহাই হয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই?’ |
| ২৪:১৬ | আল্লাহ্‌ পবিত্র, মহান। |
| ১৬:৭৫ | প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; |
| ৩৭:৩৫ | ‘আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।’ |
| ৯:৭২ | আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ । |
| ৫৫:৭৮ | যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। |

| | |
|-------|--|
| ২৩: | ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে, |
| ৯৭-৯৮ | হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট উহাদিগের উপস্থিতি হইতে।’ |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥ |
| ৫৫:৩৩ | হে বৃক্ষরাজি ও বিহঙ্গকূল, হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! |
| ৩:১৯৩ | ‘তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর।’ |
| ২:১৪৯ | মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। |
| ২৮:৩২ | ‘তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, |
| ২৩: | ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে, |

| | |
|---------------|--|
| ৯৭-৯৮ | হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট উহাদিগের উপস্থিতি হইতে।’ |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥ |
| ২৭: ৯১-৯২ | আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর প্রভুর ‘ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁহারই। আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হই। এবং আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি, কুরআন আবৃত্তি করিতে; |
| ২৮:৫৩ | ‘আমরা ইহাতে ঈমান আনি, ইহা আমাদের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম; |
| ২:১৩১ | ‘জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।’ |
| ১: ১-৭ | দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ‘ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। |
| ১:১ | ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥ |
| ৩: ১৯১-১৯৪ | ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর; ‘হে আমাদের প্রতিপালক! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয়ই হেয় করিলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই; ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করিতে শুনিয়াছি, ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর।’ সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করিয়াছি। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদিগকে তোমার সংকর্মপরায়ণদের সহগামী করিয়া মৃত্যু দিও। ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে হেয় করিও না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।’ |
| ২৫: ৬৫-৬৬ | ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ,’ আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ট! |
| ৩৯:৭৪ | ‘প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করিব।’ সদাচারীদিগের পুরস্কার কত উত্তম! |
| ২৩:১১৬ | মহিমাবিত্ত আল্লাহ্‌; যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; সম্মানিত আর্শের তিনিই অধিপতি। |
| ২৪:১৬ | আল্লাহ্‌ পবিত্র, মহান। |
| ১৬:৭৫ | প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; |
| ৩৭:৩৫ | ‘আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।’ |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| ৯:৭২ | আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। |
| ৫৫:৭৮ | যিনি মহিমময় ও মহানুভব! |